ভাষাবিজ্ঞানমূলক অর্থতত্ত্বের মধ্যে কিছু উপশ্রেণি বর্তমানে প্রচলিত হয়েছেঃ শব্দনির্ভর (Lexical), আন্বয়িক (Syntactic), প্রয়োগমূলক (Pragmatic) অর্থতত্ত্ব ইত্যাদি।

এছাড়া সঞ্জননী (Generative) অর্থতত্ত্বের প্রচলনও পাশ্চাত্যে ঘটেছে। এবং চমস্কি অধিগঠন (S-structure) ও অধোগঠন (D-structure)-সহ অর্থ-কে যখন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের গ্রন্থে স্বীকার করলেন, তারপর থেকে সঞ্জননী অর্থতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। এই সময় থেকে অর্থতত্ত্বের সঞ্জননী সূত্র (Generative Theory) নিয়ে নানা ভাষাবিজ্ঞানীর ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়।

শুধু অর্থতত্ত্বের সঞ্জননী সূত্র নয়, অনুষঙ্গার্থমূলক বা নির্দেশক (Referential), ভাবনাবাদী (Ideational) প্রয়োগমূলক (Pragmatic) ইত্যাদি তত্ত্বের আলোচনাও এখন সমৃদ্ধ হয়েছে। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় অর্থতত্ত্ব নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি।

।। শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণসমূহ।।

পরিবর্তনই স্বাভাবিক নিয়ম। বাহ্যিক অবয়ব তথা আকার-আয়তন-বর্ণ-উচ্চতা-প্রস্থ যদি পরিবর্তিত হয় তবে ভেতরও অপরিবর্তিত থাকে না। শব্দের ধ্বনি, রূপ তথা গঠন যেমন বদলায় তেমনি অর্থও বদলায়। 'দুহিতা' > 'ঝি'—সব দিক থেকেই পরিবর্তিত হয়েছে। দোহনকারী মেয়ে দুহিতা আজ কাজ-করা ঝি। তবে শুধু কালিক ইতিহাস এ পরিবর্তনের জন্য একমাত্র দায়ী নয়, এর মূলে নানা কারণ নিহিত রয়েছে। সেগুলি সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যাক।

১ অজ্ঞতা (Ignorance)

একটি শব্দে ব্যুৎপত্তিগত মানে অর্থাৎ আভিধানিক অর্থ না জানলে ভাষী অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। সেই পরিবর্তিত অর্থে শব্দটির প্রয়োগও হতে থাকে। **যেমনঃ** 'গোস্বামী' অর্থ ছিল গো = গরু, স্বামী = প্রতিপালক, বর্তমান অর্থ ভগ্বৎ সেবক।

২. কাব্যিক (Poetic) প্রয়োগ

কবি সাহিত্যিক প্রাচীন শব্দকে নবার্থে, মনগড়া কাল্পনিক শব্দকে স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করতে পাবেন। ফলে একদা প্রচলিত অর্থটির পরিবর্তে নতুন অর্থের প্রচলন হয়। **যেমনঃ** 'ষড়রিপু হল কোদন্ড স্বরূপ' (দাশরথি)। 'কোদন্ড' = কোদাল। মধুসূদনের 'বারুণী' (মদ) হলেও 'বরুণের স্ত্রী' অর্থে প্রয়োগ।

৩. গোপনীয়তা (Secrecy)

অনেক সময় অপরাধ জগতের ভাষী, একালের আড্ডাবাজ যুবক-যুবতী ভাষীরার সংকেত বা ইঙ্গিতমূলক ভাষার code ব্যবহার করে। ফলে শব্দটি পুরাতন অর্থ পরিবর্তিত হয়। **যেমনঃ** চামচা/চামচ = স্তাবক, মুরগি = বোকা/নাস্তানাবুদ ব্যক্তি।

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

৪. মানসিক সম্পর্ক (Relationship)

সামাজিক প্রয়োজন, মানবিকতা, সৌজন্যবোধ এবং ভদ্রতা ইত্যাদির প্রকাশের জন্য আত্মীয়তাবাচক শব্দগুলিকে অর্থের দিক থেকে ভাষী বদলে দেয়। **যেমন:** শব্জি বিক্রেতাকে বলতে হয়—'দাদা, আলু কত করে?' অনুরূপ, 'মা, মাসিমা, বোনটি, দিদি, কাকু, জ্যাঠামশাই' ইত্যাদি শব্দ মানবিক সম্পর্কের তাগিদে অর্থগত প্রসারতা লাভ করে থাকে।

৫. পেশা (Occupation)

জীবিকার প্রয়োজনে একটি শব্দ অন্য অর্থ লাভ করে থাকে। কারণ পেশায় অভ্যস্ত ভাষীর ওই শব্দগুলি প্রায়শ ব্যবহার করতে থাকে। ফলে অন্যত্রও সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রয়োগ ঘটে। **যেমন:** গ্যারেজকর্মী যদি বলে 'সকাল বেলাটা এক্কেবারে পাংচার হয়ে গেল' অথবা ব্যবসায়ী যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন— 'এ **লাইনে** কবে নামলেন?' তবে 'পাংচার' ও 'লাইন' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'বিনষ্ট', 'ব্যবসা'।

৬. বাক্-পরিবেশ ও পরিস্থিতি (Environment and situation of Speech)

কথা বা শব্দ কোথায় বলা হচ্ছে, তার উপর অর্থ নির্ভর করে। একটি শব্দ বা কথা সামাজিক বাক্-পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একরকম অর্থ প্রকাশ করে, আবার ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বাক্ পরিবেশে অন্য অর্থ প্রকাশ করে। **যথা:** 'বাবা' = পরিবারে 'পিতা', তীর্থে 'সাধু', তারকেশ্বর বা কৈলাসধামে অথবা শিবের ব্রতের সময় 'শিব' (ভোলে বাবা) ইত্যাদি। 'মাল' = মাতালদের আড্ডায় 'মদ', রকবাজদের কাছে 'সুন্দরী যুবতী', ব্যবসায়ীর কাছে 'পণ্য বা পসরা', গৃহস্থের কাছে 'ঘরকন্নার দ্রব্যাদি' (মালপত্র)।

৭. সুভাষণ (Euphemism)

ভদ্রতা, ভব্যতা, বিনম্রতা, অনুনয় ইত্যাদি প্রকাশের জন্য ভাষী বাজে শব্দকে মার্জিত ভাবে, শিষ্ট শব্দে বলে থাকে। **যেমন:** ছোট বাইরে = মূত্রত্যাগ, বড় বাইরে = মলত্যাগ, গঙ্গাফল = মাছ, রামপাখি = মুরগি, মাসি = কাজের লোক। শাকান্ন = শাক আর অন্ন নয়, অন্যান্য খাবারও। 'চায়ের নিমন্ত্রণ' শুধু 'চা' নয়, সঙ্গে 'টা'-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবস্থাও। 'ভালমন্দ' খাওয়া বা ঘটে যাওয়া বোঝালে খাওয়ার ক্ষেত্রে ভাল ভাল খাবার আর ঘটে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বোঝায়।

৮. প্রক্ষোভ (Emotion)

নানা পরিবেশে ভাষীর প্রাক্ষোভিক সমতা থাকে না অথবা এক এক বাক্-পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এক এক ধরনের প্রক্ষোভ কাজ করে। ফলে শব্দের অর্থ বদলায়। **যেমন:** 'ইম্মা', 'মাগো' 'ব্বাবারে'—ইত্যাদি ভয়-ভীতি, শোক-দুঃখ ইত্যাদি প্রক্ষোভের সঙ্গে জড়িত। এক্ষেত্রে 'মা-বাবা' বলতে যা বোঝায়, তা নয় কিন্তু।

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

৯. শব্দের ভাষাভাণ্ডার পরিবর্তন (Change of lingual repertoire)

এক ভাষা সম্প্রদায়ের শব্দ অন্য ভাষা সম্প্রদায়ে স্থানান্তরিত বা গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট শব্দটির অর্থ পরিবর্তন ঘটে যায়। কথায় আছে—'একদেশের বুলি অন্য দেশের গালি'। যেমন চাঁচল-মালদহ অঞ্চলের 'চ্যাংড়া', 'চেংড়ি' দক্ষিণবঙ্গের ভাষীদের কাছে বদকথা (slang)-র সমগোত্রীয়)। **উদাহারণ:**

পাঞ্জাবী = পাঞ্জাবের জামা—বাঙালীর একধরণের পোশাক

সৈন্ধব = সিন্ধুদেশীয় লবণ—বিশেষ নুন,

লেডিকেনি = পাশ্চাত্য দেশীয় লর্ড ক্যানিং পত্নী—এক বিশেষ মিষ্টান্ন।

১০. সাদৃশ্য (Analogy)

অর্থের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলে শব্দের প্রায়োগিক প্রসারতা লক্ষ করা যায়। **যেমন:** 'টিউব লাইট' শব্দগুচ্ছ। যিনি বা যে দেরিতে বোঝে = টিউব লাইট। কারণ টিউব লাইট দেরিতে জ্বলে বলে এ জাতীয় প্রয়োগ। 'তিল' শব্দের প্রয়োগ একপ্রকার বিশেষ গাত্র দাগ বোঝাতে। অ্যান্টেনা'-য় টিভির সিগন্যাল ধরে, মগজও বোধের ক্ষেত্র।

১১. দৈহিক-মানসিক বৈকল্য (Psycho-somatic deformity)

বাগ্‌যন্ত্রের সমসা, **যেমন**—জিভের জড়তা, ছোটো বা বড় জিভ, দন্তের নানাবিধ সমস্যা, শ্রবণ যন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি যেমন বাক্-বিকার (Speech-disorder) সৃষ্টি করে, তেমনি অর্থতত্ত্বেও নবার্থের আগম ঘটে। **যেমন**—'ন' জোয়ান' (নও জোয়ান) = নয় জন জোয়ান ও নবযুবক-এর বোধ শ্রোতার মস্তিষ্কে তৈরি হতে পারে। শ্রুতির সমস্যায় 'শসা' 'মশা' হয়ে যায়, 'নলহাটি' হয়ে যায় 'নৈহাটি'। অর্থও হয় আলাদা।

১২. ভাষীর সংস্কার (Taboo)

ভাষা যখন বিধি নিষেধের সঙ্গে সম্পর্কিত তখন সামাজিক ঐতিহ্য জড়িয়ে যায় শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে। কিছু কিছু শব্দ ভাষী না-বলে অন্য শব্দ বা পদগুচ্ছ বলে থাকে, যার বাচ্যার্থ এক, লক্ষণা অন্যরূপ। **যেমন**—যাই বোঝাতে 'আসি', 'সাপ' বোঝাতে 'লতাপাতা বা পোকা', বসন্তরোগ বোঝাতে 'মায়ের দয়া' ইত্যাদি প্রয়োগ বাঙালি মহিলা সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

১৩. তত্ত্বান্তর

সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, অধ্যাত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় অনুযায়ী একটি শব্দের অর্থ হয়ে থাকে। সমাজবিদ্ যেভাবে শব্দটি অর্থ ধরেন, ভাষাতাত্ত্বিক বা দার্শনিক সে-ভাবে ধরেন না। তাৎপর্যার্থের ক্ষেত্রেও হেরফের হয়। **উদাহরণ:** 'দর্শন': দেখা, সাক্ষাৎ, মনোজগতে অবলোকন, বিশেষভঙ্গীতে যাচাই, ভক্তি ভরে দৃক্‌পাত, জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, প্রমাণ ও যুক্তি নির্ভর শাস্ত্র, চেহারা (সু-দর্শন)। শব্দটির তাৎপর্যার্থও নানাভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে।

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

১৪. কালানুক্রমিক ধারা (Synchronic drift)

কাল বদলায়। শব্দের অর্থও বদলায়। শব্দ তো একই অর্থে স্থির থাকতে পারে না, যেহেতু চতুর্দিকেই ধারণাগত পরিবর্তন অবিরাম ঘটে চলেছে। উদাহরণ: ধীবর: ধী = বুদ্ধি, বর = শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠবুদ্ধিজীবী—জেলে। পাত্র = পান করার আধার—বিবাহের বর।

।। শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রধান প্রধান ধারা।।

শব্দের যখন প্রচলন ঘটে, তার আভিধানিক অর্থ যা থাকে—পরবর্তী কালে তা আর থাকে না, বদলে যায়। সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপ ধরলে মূল অর্থ বোঝা যায়। স্মরণীয় কবি মনিভূষণ ভট্টাচার্য্যের কবিতাংশ—

শব্দ মাঝে সন্দেশ আছে
নারকেলে যেন শাঁস,
না ভাঙলে তার শক্ত শরীর
নিরম্বু উপবাস।

কাজেই, শব্দের মূল বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং পরবর্তী কালের দ্যোতিত অর্থ ধরলে শব্দ পরিবর্তনের কয়েকটি ধারা স্বীকার করা যায়। সেগুলি এ ভাবে বলা যায়:

১. প্রসারধর্মী:

ক. অর্থের সম্প্রসারণ (Expansion/extension/widening/broadening),
খ. অর্থের সংকোচন (Contraction/reduction/narrowing),
গ. অর্থের সংশ্লেষ (Shifting/transference)।

২. গুণধর্মী ধারা:

ঘ. অর্থের উন্নতি (Improvement/enrichment/elevation/amelioration),
ঙ. অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ (Degeneration/deterioration/prejoration)।

অবশ্য অর্থ পরিবর্তনের ত্রিধারা ও পঞ্চধারা নিয়ে বাঙালি ব্যাকরণবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষণীয়। আমরা পাঁচটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে উদাহরণ নেব।

ক. অর্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ...

আভিধানিক মানে বা বাচ্যার্থ অতিক্রম করে সম্প্রসারিত ভাব ব্যক্ত করে কোনো বিশেষ শব্দ। বস্তু বা ধারণার সীমাবদ্ধ অর্থ অতিক্রান্ত হয়ে ব্যাপ্ত বা বিস্তারযুক্ত দ্যোতনা প্রকাশ পায়। একদা যে শব্দ সংকীর্ণ ভাব ব্যঞ্জিত করত, তা কালক্রমে ব্যাপকতর তাৎপর্যকে ব্যক্ত করে। তাকেই অর্থের প্রসার বা সম্প্রসারণ বলে। উদাহরণ:

Shot on realme 3i
Scanned with CamScanner

১. **মধুর** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—মধু-যুক্ত, সম্প্রসারিত অর্থ—সুস্বাদু।
২. **ফলার** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—খাদ্যই ফল, সম্প্রসারিত অর্থ—ফল-সহ অন্যান্য খাদ্য।
৩. **তেল** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—তিলজাত তরল নির্যাস, সম্প্রসারিত অর্থ—তিল, সর্ষে, মসিনা ইত্যাদি জাত তরল নির্যাস।
৪. **গবেষণা** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—খোঁজা, সম্প্রসারিত অর্থ—অনুপুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান।
৫. **রাজ** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—নৃপতি, রাজা, সম্প্রসারিত অর্থ—প্রধান (রাজপথ)।
৬. **রাজ্য** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—রাজার শাসিত দেশ, সম্প্রসারিত অর্থ—স্বাধীন দেশ।

খ. অর্থের সংকোচ বা সংকোচন

একটি শব্দ আভিধানিক অর্থে একাধিক বস্তু বা ব্যাপকতর ধারণার দ্যোতক হতে পারে। কিন্তু এ অর্থ কালক্রমে সংকুচিত, সীমায়িত হয়ে যায় কিংবা গুটিয়ে যায়। একদা যে-শব্দ সমষ্টিদ্যোতক বা কারণজ্ঞাপক ছিল, সে-শব্দ অর্জিত অর্থের ক্ষেত্রে দ্যোতনা করে 'কার্য' বা 'ব্যাষ্টি' বা সংকুচিত ভাব। **যথা:**

১. **ভৃত্য** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—ভরাণর যোগ্য, সংকুচিত অর্থ—চাকর।
২. **গৃহস্থ** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—গৃহে থাকে যে, সংকুচিত অর্থ—গ্রাম্য ধনী চাষি।
৩. **অসুখ** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—নয় সুখ, সংকুচিত অর্থ—রোগ-বিকার।
৪. **কৃষ্ণ** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—কালো রঙ, সংকুচিত অর্থ—কানু বা কানাই।
৫. **ঘাস** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—খাদ্য, সংকুচিত অর্থ—তৃণ।
৬. **মৃগ** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—যে কোনো পশু, সংকুচিত অর্থ—হরিণ।

গ. অর্থ-সংক্রম বা সংশ্লেষ

আভিধানিক মানে শব্দে থাকলেও তা কালের ধারায় সংকুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। একসময় বাচ্যার্থ বিচ্ছিন্ন, বাচ্যার্থ থেকে দূরত্বজ্ঞাপক নতুন অর্থ প্রচলিত হয়, যা ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে একেবারে মিলহীন ও বিসদৃশ। তাকেই শব্দের অর্থসংক্রম বা অর্থ সংশ্লেষ বলে।

যেমন:

১. **চক্রান্ত** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—চাকার শেষাংশ, সংক্রমিত অর্থ—ষড়যন্ত্র।
২. **অর্ধচন্দ্র** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—আধখানা চাঁদ, সংক্রমিত অর্থ—গলাধাক্কা।
৩. **কৃপণ** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—কৃপার পাত্র, সংক্রমিত অর্থ—কঞ্জুস, কিপ্‌টে।
৪. **ভূত** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—বিগত, অতীত, সংক্রমিত অর্থ—প্রেতযোনি।
৫. **বিরক্ত** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—রক্তহীন, সংক্রমিত অর্থ—অসন্তুষ্ট।
৬. **কাণ্ড** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—গুঁড়ি, সংক্রমিত অর্থ—ব্যাপার।

ot on realme 3i

Scanned with CamScanner

ঘ. অর্থোৎকর্ষ বা অর্থের উন্নতি

সাধারণ বাচ্যার্থ বা হীন-অপকৃষ্ট অর্থ শব্দ অতিক্রম করে এবং উচ্চতর ভাব তথা বিষয়গত উৎকর্ষকে দ্যোতিত করে। ফলে শব্দটির সংকীর্ণ-হীনার্থ অপসারিত হয়। তাকেই শব্দের অর্থোৎকর্ষ বা অর্থের উন্নতি বলে।

উদাহরণ:

১. **যোগিনী** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—তপস্যাকারিণী, উন্নতার্থ—যোগসিদ্ধা।
২. **অপরূপ** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—কদাকার রূপ, উন্নতার্থ—অনিন্দ্যসুন্দর।
৩. **ধ্যান** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—একাগ্র চিন্তা, উন্নতার্থ—ঐশ্বরিক সাধনা।
৪. **নেতা** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—নিয়ে যান যিনি, উন্নতার্থ—পরিচালনায় দক্ষ।
৫. **বিধি** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—নিয়মনীতি, উন্নতার্থ—ভগবান, ব্রহ্মা।
৬. **তপন** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—যা তপ্ত করে, উন্নতার্থ—সূর্য।

ঙ. অর্থাপকর্ষ বা অর্থের অবনতি

শব্দের বাচ্যার্থ উৎকর্ষমূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রে হীন, অপকৃষ্ট, তুচ্ছ, নিম্নস্তরীয় অর্থকে গ্রহণ করে প্রযুক্ত হয় শব্দটি। তাকেই শব্দের অর্থাপকর্ষ বা অর্থাবনতি বলে।

যথা:

১. **ইতর** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—অন্য, অপর; অবনতার্থ—অভদ্র, অমার্জিত।
২. **নাগর** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—নগরবাসী, অবনতার্থ—অবৈধ প্রণয়ী।
৩. **ঝি** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—মেয়ে, অবনতার্থ—পরিচারিকা।
৪. **মহাজন** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—মহৎ ব্যক্তি, অবনতার্থ—সুদের ব্যবসায়ী।
৫. **আদিম** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—প্রথম, অবনতার্থ—বন্য, জংলি।
৬. **বাই** একটি শব্দ, এর বাচ্যার্থ—ভদ্রমহিলা, অবনতার্থ—নাচিয়ে, নর্তকী।

এছাড়াও শব্দের **নবার্থাগম** স্বীকার করা যায়। একেবারে নতুন বাক্ পরিবেশে নতুন শব্দের প্রয়োগ হয়। যদিও উল্লিখিত পর্যায়গুলির কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে অপরাধ জগৎ বা রক্‌বাজ শ্রেণির ভাষীরা নব অর্থে শব্দকে প্রয়োগ করে। সাম্প্রতিক প্রয়োগ লক্ষ করা যাক। ওর সঙ্গে আমার অনেক গল্প ছিল। গল্প = ফস্টিনস্টির সম্পর্ক (স্বতন্ত্র অর্থদ্যোতক নামবাচক পদগুচ্ছ ও সংখ্যাবাচক পদগুচ্ছের কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়)।

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে একথা স্বীকার্য, বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানানুসন্ধান করতে হ'লে শব্দের বাচ্যার্থে উপনীত হতেই হবে। তবেই অর্থের বিবর্তনে বাঙালির সামাজিক বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য বিধৃত হবে।

অভিধান রচনার

অভি

অভিধানবিজ্ঞান ফলিত (Ap
রচনার কৌশল ও সংস্কার
আসলে 'The art or task
উৎস হল গ্রীক শব্দ 'lexiko
হয় ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে। তবে
শতাব্দিতে। অভিধানবিজ্ঞান
এক তথ্যমূলক গ্রন্থকে, যা
বানান, উচ্চারণ, ব্যাকরণগ
অভিধান সংকলন বা তথ্যসং
ল্যাটিন ভাষায় বলে Dictio

১. **অভিধান (Dictiona**
সাধারণভাবে বর্ণানুক্রমি
আলোচনা পরে করা হ

২.**ভাবাভিধান (Thesa**
অর্থানুসারে বিন্যস্ত ও নির্বা

৩. **বিষয় বা পুস্তকনির্ভর**
কোনো বিশেষ বিষয় (S
শেষাংশে) বর্ণানুক্রমিক

অভিধানের সঙ্গে ভাব-অ
তা 'অভিধা বা আখ্যা (nam
ক্রমকে বলা হয় semasio
অভিধান, অর্থাৎ 'ধারণা বা
বলতে বোঝায় শব্দের এমন

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় ভাগ **যৌগিক**—এর নানা ভাগ নিম্নে—

যৌগিক কাল—ঘটমান, নিত্যবৃত্ত বর্তমান (গিয়ে থাকি), পুরাঘটিত। **ঘটমানের ভাগ**—
ঘটমান—বর্তমান (যাচ্ছি), অতীত (যাচ্ছিলাম), ভবিষ্যৎ (যেতে থাকব), পুরা নিত্যবৃত্ত/
নিত্যবৃত্ত অতীত (যেতে থাকতাম)। **ঘটমান ও পুরাঘটিত-এর রূপ**—
ঘটমান ও পুরাঘটিত—বর্তমান (যেতে থাকছি), অতীত (যেতে থাকছিলাম)। ৩য়-এর ভাগ
পুরাঘটিত—বর্তমান (গিয়েছি), অতীত (গিয়েছিলাম), নিত্যবৃত্ত/সম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত (গিয়ে
থাকতাম), অতীত/ভবিষ্যৎ (গিয়ে থাকব)।

আসলে বাংলা সমাপিকা ক্রিয়ার কালের তীর্যক (oblique) প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই ঘটে। অর্থাৎ যে কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয়, সে-রূপের অর্থ অন্য কালনির্ভর হয়ে থাকে। **যেমন**—

মালদা কবে **যাচ্ছ**? (যাবে অর্থে, ভবিষ্যৎ)

এখানে এইমাত্র **আসছি**। (এলাম অর্থে, অতীত)

বলা প্রয়োজন যে একটি বিশেষ পুরুষরূপে সব কালের ক্রিয়া সবসময় নাও হতে পারে। আবার বচন অনুযায়ী ভাবনির্ভর ক্রিয়ার বৈচিত্র্যপূর্ণ কাল রূপ সব সময় একই ক্রিয়াকে অবলম্বন করে সৃষ্টি নাও হতে পারে।

।। পুরুষ (Person) ।।

পুরুষ বলতে ব্যাকরণগত এক বিশেষ রূপকে ধরা হয়, যা 'indicate the number and nature of the participants in a situation' (Crystal : 2003 : 344)। একটি বাক্যে বক্তা (Speaker), শ্রোতা (Addressee) ও অন্য সংশ্লিষ্ট অনুপস্থিত (Obviative) কর্তা—এদের মধ্যে যিনি ক্রিয়া করেন, তিনিই ব্যক্তি বা পুরুষ। সাধারণভাবে পুরুষ হল ক্রিয়ার আশ্রয়।

এই পুরুষ-কে মূলত তিন শ্রেণিতে বিভাজন করা যায়:

উত্তম (First) পুরুষ, মধ্যম (Second) পুরুষ ও প্রথম (Third) পুরুষ।

আমি-আমরা, তুমি-তোমরা উত্তম ও মধ্যম পুরুষ। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গগত প্রসারতা স্বীকার্য। কারণ স্ত্রী-পুং উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু গল্পের ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও কি প্রযুক্ত হতে পারে? আবার জড়বস্তু তো প্রথম পুরুষ, হলে তা কি সত্যিই ব্যক্তিবাচক? এজন্যই হয়তো নারীবাদী আন্দোলনের যুগে বাঙালি বৈয়াকরণ পবিত্র সরকার 'পুরুষ' নাম বর্জনের পক্ষে। তার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের সচিত্র উক্তি স্মরণীয়—

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ কেন?
নারীরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে?
(পকেট বাংলা ব্যাকরণ, ১৯৯৮, আজকাল, পৃ ৬৮)

এই লঘুরসাত্মক উক্তি আংশিক যথার্থ স্বীকার্য। সেজন্য তিনি পক্ষপাত এড়িয়ে 'পক্ষ' প্রচলনের পক্ষপাতী। পক্ষগুলি হল—আমি-পক্ষ, তুমি-পক্ষ, তুই-পক্ষ ও মানী-পক্ষ। কিন্তু একথা স্বীকার্য, প্রচলিত নামের পক্ষপাত ঘটে পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি সহজে হয় না। তাই 'পুরুষ'-ই আপাতত গ্রহণীয় পরিভাষা। এই পুরুষের **শ্রেণিগুলি** এভাবে প্রদর্শন করা যাক:

ক. উত্তম পুরুষ

বক্তা নিজেকে অবলম্বন করে কিছু ক্রিয়া সম্পাদন করে তখন বক্তাকে বলা হয় উত্তর পুরুষ। যথা: একবচন—'আমি', বহুবচন—'আমরা'।

খ. মধ্যম পুরুষ

সম্মুখে উপনীত শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে বক্তা বাক্ ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে শ্রোতা হল মধ্যম পুরুষ। এই পুরুষের শ্রেণি হয়:

১. অন্তরঙ্গতাব্যঞ্জক: তুই-তোকারি শ্রোতা—তুই, তোরা।
২. সাধারণ: তুমি, তোমরা
৩. সম্ভ্রমার্থক: আপনি, আপনারা

গ. প্রথম পুরুষ

বাক্ প্রসঙ্গে প্রযুক্ত অন্য কোনো অনুপস্থিত বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথন-ই হল প্রথম পুরুষ। এই **পুরুষের শ্রেণি** হতে পারে:

সাধারণ: সে, তারা, এটা, এরা, রাম্‌রা, মুকুলরা।
সম্ভ্রমার্থক: তিনি, তাঁরা, রামবাবুরা, সাবুল সাহেবরা।

পুরুষ অনুযায়ী বাংলা ক্রিয়াপদের বিভক্তি যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই পুরুষ বা সাযুজ্য বিভক্তি অবশ্যই ক্রিয়ার শেষে বসে। অবশ্যই তা সমাপিকা ক্রিয়া। এই পুরুষ বিভক্তি গুলি হল:

ক. নির্দেশক ভাবের ও বিভিন্ন কালের পুরুষ বিভক্তি
-অ, -ই, -এ, -এন, -ইস, -আম ইত্যাদি।

খ. অনুজ্ঞা ভাবের ও বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের পুরুষ বিভক্তি
শূন্য, -ও, -ইস, -ইয়ো, -বি, -এন, -উন, -উক ইত্যাদি।

।। বচন (Number)।।

যা দিয়ে সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞান হয়, তাই বচন (Number)। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী বিষয়ে এক বা একাধিকের জ্ঞান হয়ে থাকে। এদিক থেকে বচন দুই শ্রেণির—এক (Singular) ও বহু (Plural) বচন।

একবচন ও বহুবচন আলাদা আলাদা সংখ্যা প্রকাশক। একটি এক সংখ্যক, অন্যটি বহুসংখ্যক। প্রথমটির জন্য নির্দিষ্ট কোনো প্রত্যয় নেই, কিন্তু বহুবচনের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় রয়েছে। যেমন -রা, -এরা, -দের ইত্যাদি। একবচনে নির্দেশক বিভক্তি -টি, -টা, -খানা ইত্যাদি যুক্ত হয় অন্যদিকে বহুবচনে -টি, -টা, -খানেক যোগ হয় না, হয় -সমূহ, -গণ, -গুলি, -রাশি ইত্যাদি। একবচনে যে সর্বনামীয় শব্দরূপ লক্ষ হয় বহুবচনে তা সংবর্তিত হয়ে নতুন রূপ লাভ করে। যেমনঃ

একবচন রূপ	বহুবচন রূপ
আপনি	আপনি + রা = আপনারা
আমি	আমি + রা = আমরা
তুমি	তুমি + দের = তোমাদের

কর্তার বচন ভেদ হলে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। তবে ক্রিয়ার কিন্তু বহুবচন হতে পারে। অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিরুক্তি বা পুনরুক্তি হলে বহুবচন দ্যোতিত হয়।

যাইহোক বহুবচন চিহ্নিত করার কতগুলি উপায় এভাবে নির্ধারণ করা যায়ঃ

১. বহুবচন জ্ঞাপক প্রত্যয়, যেমনঃ -রা, -এরা, -দিগ, -দের ইত্যাদির প্রয়োগ দেখে বহুবচন বোঝা যায়।

২. গুলি, গুলো, গণ, সমূহ, রাজি, রাশি ইত্যাদি সংযুক্ত থাকলে বহুবচন চিহ্নিত করা যায়। গুলি, গুলো = নির্দেশক বহুবচন।

৩. -এক, -কয়েক যোগেও বহুবচন চেনা যায়। যথাঃ চারেক, ছয়েক, জনাকয়েক, গুটিকয়েক।

৪. সকল, মহল, সভা, সব ইত্যাদি যোগেও বহুবচন গঠিত হয়। পাখিসব, বন্ধুমহল ইত্যাদি।

৫. বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অসমাপিকা, সমার্থক অনুগামী শব্দ ইত্যাদির দ্বিরুক্তি-পুনরুক্তিমূলক ব্যবহার বহুবচনের চিহ্ন। যথাঃ লম্বা লম্বা গাছ, জনে জনে বলা, লোক-জন, শহরে শহরে, ছেলেপুলে।

৬. কিছু বহুবচন আছে অর্থ বুঝে ধরতে হয়। এগুলি অচিহ্নিত বহুবচন। শ্রেণিবাচক বিশেষ্য ব্যবহার দেখে মনে হয় একবচন, কিন্তু অর্থবোধের স্তরে তা হয়ে ওঠে

t on realme 3i
Scanned with CamScanner

বলা আবশ্যক বাংলায় যদিও ক্লীব লিঙ্গ শব্দের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। তবু স্ত্রী ও পুং কোনো লিঙ্গ না থাকাকে বোঝাতে এই লিঙ্গ ধরা হয়। নিছক শিশু সুলভ লিঙ্গজ্ঞানের জন্যই এর উপস্থিতি। **উদাহরণ:** জামা, জুতো, বই, কাঠ, গাড়ি, বাতাস ইত্যাদি।

আবার বাংলায় আরও একটি তাৎপর্যহীন লিঙ্গকে স্বীকার করা হয়। সেটি হল: উভলিঙ্গ। স্ত্রী + পুং = উভলিঙ্গ। উদাহরণ: সন্তান, কবি, চিকিৎসক, শত্রু,মুখ্যমন্ত্রী, চিত্রতারকা প্রভৃতি। শুধু বিশেষ্য বা বিশেষ্য জাতীয় শব্দের পুং-স্ত্রী ভেদ ও শব্দরূপ ভেদ হয় না, বিশেষণের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। **যেমন,** মহান পুরুষ—মহিয়সী রমণী, অভাগা লোক —অভাগী রমণী ইত্যাদি।

।। কারক (Case) ।।

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য জাতীয় অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তা-ই কারক। ক্রিয়াম্বয়ী কারক সংস্কৃত ব্যাকরণ স্বীকৃত হয়। অবশ্য অদ্যাবধি স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃতানুগ কারক ও এর শ্রেণি আলোচনা করা হয়। যদিও বর্তমানে বাংলা ভাষার কারক নিয়ে মতান্তর রয়েছে। প্রচলিত বাংলা কারকগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে একদা এক ব্যাকরণবিদ মন্তব্য করেন—'আমাদের সংস্কৃতি থেকে কারক তত্ত্ব তো আস্তে আস্তে স্থানচ্যুত হবেই।'[৭]

উক্ত আলোচকের মতানুযায়ী ধেয়তত্ত্ব (Grammatical Function) অনুসন্ধান করলে প্রথাগত কারক আলোচনার মূল্য থাকে না। কাজেই, বাংলা বিভক্তির বিচারে চারটি কারক আলোচনা গৃহীত হতে পারে। সেগুলি হল কর্তৃ, কর্ম-সম্প্রদান, করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ। অবশ্য স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের ঐতিহ্য ধরলে কারক অবশ্য কয়েক প্রকার:

১. কর্তা কারক (Direct/Nominative case)

২. কর্ম কারক (Accusative case)। অবশ্য এ কারকের দু'টি বিভাগ হতে পারে:

ক. মুখ্য কর্ম: ক্রিয়াটি যে বস্তু বা বিষয়কে ঘিরে সম্পন্ন হয়।

খ. নিমিত্ত কর্ম: যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ক্রিয়াটি ঘটে।

বলা আবশ্যক যে সম্প্রদানের দান নিয়ে মস্করা, তাদের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে লঘুরসাত্মক বিদ্রূপ রয়েছে কোনো কোনো ব্যাকরণে। পরেশচন্দ্র মজুমদার সম্প্রদান কারককে গৌণকর্মের অঙ্গীভূত করতে চান। সম্প্রদানের বিভক্তি '-কে' কর্মকারকেও প্রযুক্ত হয়। কাজেই সম্প্রদান (Dative)-কে আলাদা কারক হিসেবে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

৩. করণ কারক (Instrumental Case): যে ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্য-সহযোগিতায় ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়।

৪. অপাদান (Ablative) **কারক:** ক্রিয়ার উৎস কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু থেকে তার দ্যোতনা।

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

৫. **অধিকরণ** (Locative) **কারক**: যে সময় বা স্থানে ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়।

এছাড়াও দুটি অকারক পদ স্বীকার করা হয়। সেদুটি হলঃ **সম্বন্ধ** (Genetive) ও **সম্বোধন** (Vocative) **পদ**।

সম্বন্ধ পদের স্বরূপ হল—বিশেষ্য/সর্বনাম + -র/-এর + বিশেষ্য

আর **সম্বোধন হল বাক্য বিচ্ছিন্ন বিশেষ্য**। উভয় পদ পদই, কারক নয়, যাকে অকারক পদও বলা যেতে পারে। কারণ উক্ত পদগুলির সঙ্গে বাক্যস্থ ক্রিয়ার কোনো প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট যোগ প্রায় থাকে না।

বলাবাহুল্য যে বর্তমানে কারক নিয়ে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় কারক ব্যাকরণ (Case Grammar) প্রচলিত হয়েছে। আন্বয়িক আচরণ বা ভূমিকা পালন তথা ধেয়-তত্ত্ব লক্ষ করে উক্ত ব্যাকরণের উদ্ভব। যে কোনো ভাষার অন্বয়ের মূলেই অর্থ ও অধোকারক বিগর্ভিত থাকে, বাংলাতেও থাকে। এনিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা প্রয়োজন।

প্রথাগত কারকের শ্রেণি স্বীকার করে, অন্বয়ের নিহিত ভাব বা অর্থকে অবলম্বন করে একটি বিভক্তি সমন্বিত ছক তৈরি করা যায় এভাবেঃ

ভাব/অর্থ	কারক নাম	বিভক্তি/অনুসর্গ
কে/কারা/কিসে?	কর্তৃকারক	প্রথমায় 'শূন্য', দ্বিতীয়ায় '-কে', '-রে',
কি/কাকে/কাদেরকে?	কর্মকারক	ষষ্ঠীতে '-র', '-এর', '-য়' বিভক্তি,
কি/কিসের দ্বারা/দিয়ে?	করণকারক	তৃতীয়ায় 'দ্বারা', 'দিয়ে', 'করে',
কি/কিসের জন্য/নিমিত্ত	নিমিত্তকারক	চতুর্থীতে 'নিমিত্ত', 'জন্য',
কোথা হতে/থেকে?	অপাদান কারক	পঞ্চমীতে 'হতে', 'থেকে' অনুসর্গ
কবে/কখন/কোথায়?	অধিকরণকারক	প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বিশেষ কারকের জন্য সুনির্দিষ্ট বিভক্তি নির্ধারিত নয়।

বলা আবশ্যক যে কারক নির্ধারণের জন্য অর্থ-ই মূল অবলম্বন, বিভক্তি চিহ্ন নয়, নয় অনুসর্গও।

বিভক্তি বা অনুসর্গের অসারতা প্রমাণিত হবে যদি কারকে তীর্যক (oblique) প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কারকের তীর্যক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থকেই কারক নির্ধারণের প্রকৃত

Scanned with CamScanner

কর্তৃকারকের তীর্যক প্রয়োগ

বিভক্তি 'শূন্য' — অজ্ঞতা বিচ্ছিন্নতা আনে, পাতা নড়ে,
বৃষ্টি হয়নি আজ, ঘোড়া গাড়ি টানে।

বিভক্তি '-কে' — লোকটিকে নজরে রাখতে হবে। তোমাকে লিখতে হবে।

বিভক্তি '-এ' — কলমে বেশী কালি ধরে না, সাপে কেটেছে।

বিভক্তি '-তে' — গাভীতে দুধ দেয়, গরুতে হাল টানে।

বিভক্তি '-য়' — তোমায় নাচতে হবে, আমায় বলতে হবে।

বিভক্তি '-এর' — পথের পাঁচালী সত্যজিতের পরিচালিত, ওস্তাদের মার শেষ রাতে।

বিভক্তি '-র' — এখানে বড্ড মশার উপদ্রব।

অনুসর্গ 'দ্বারা', 'দিয়ে', 'হতে'— আমার দ্বারা একাজ হবে না। তোমা হতে কিছুই হবে না, দেখছি। তোমাকে দিয়ে উদ্বোধন করাব।

কর্মকারকের তীর্যক প্রয়োগ

বিভক্তি '-এ' — পুলিশে খবর দাও, 'জীবে দয়া তব পরম ধর্ম'।

বিভক্তি '-এর' — দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য, নতুনের ঢালাই করছি পুরানোর ছাঁচে।

বিভক্তি '-তে' — সমিতিতে কিছু চাঁদা দিও, কাছারিতে কত সেলামী দিলাম।

বিভক্তি '-র' — পীড়িতের সেবা ও আর্তের ত্রাণ করিও।

নিমিত্ত কারকের তীর্যক প্রয়োগ

বিভক্তি '-এ' — সে ভ্রমণে বের হয়েছে।

বিভক্তি '-তে' — উনি লাইব্রেরীতে বই কিনে দিয়েছেন।

বিভক্তি '-কে' — বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।

বিভক্তি '-য়' — এক্ষুনি প্রার্থনায় বসল, কলেরায় মারা গেছে।

বিভক্তি '-র' — মালদার বাস এখনই ছাড়বে, কাল পূজার ছুটি।

বিভক্তি '-এর' — আজ রবিবারের আরাম নেব।

করণকারকের তীর্যক প্রয়োগ

বিভক্তি 'শূন্য' — বাচ্চারা বল খেলছে, বেত মারলে যন্ত্রণা হয়।

বিভক্তি '-তে' — টাকাতে সব হয়।

বিভক্তি '-য়' — তিনজন মরেছে কলেরায়।

বিভক্তি '-র' — খাঁড়ার ঘা দিস না, ভাই।

অনুসর্গ 'হতে' — এ-পুত্র হতে বংশের গৌরব রক্ষা হবে।

Scanned with CamScanner

বিভক্তি '-এ' — **লোভে** পাপ **পাপে** মৃত্যু, **অর্থে** অনর্থ ঘটে।
বিভক্তি '-তে' — **মরতে** ভয় পাই না।
বিভক্তি '-কে' — **বাঘকে** বড্ড ভয়, **তোমাকে** আমার ভয় নেই।
বিভক্তি '-য়' — ওরা একই **থালায়** খাচ্ছে।
অনুসর্গ 'দিয়ে' — **ক্ষতমুখ দিয়ে** রক্ত ঝরছে, **মুখ দিয়ে** একটি কথাও বের হল না।

অধিকরণ কারকের তীর্যক প্রয়োগ..

অনুসর্গ 'দিয়ে' — **রাস্তা দিয়ে** চলার সময় সতর্ক হবে,
অনুসর্গ 'থেকে' — বাচ্চু **ছাদ থেকে** ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

Scanned with CamScanner